বাসন্তিকা।

বামনভিক্ষা।

নিমতলা ষ্ট্রীট ৬১। ৩ নং হইতে

শ্রীগিরিশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়

কর্ত্তৃক

গ্রথিত ও প্রচারিত।

কলিকাতা।

১১৫।১ নং গ্রে ষ্ট্রীট্;

অন্নদা প্রেসে

শ্রীকৈলাস নাথ ভট্টাচার্য্যের দ্বারা

মুদ্রিত।

১২৯২

মূল্য /৫ পাঁচ পয়সা মাত্র।

১
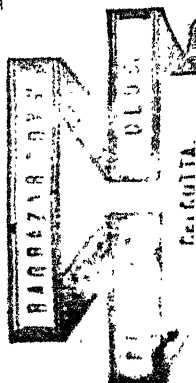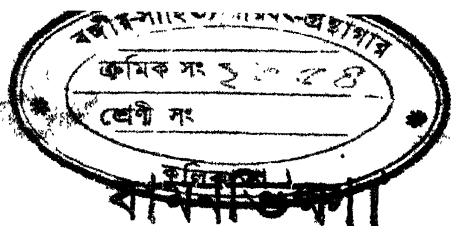
অনায়াসে তরিবারে সংসার বন্ধন।
লয়েন মুমুক্ষু জনে যে পদে শরণ ॥
প্রণমিয়া সে গোবিন্দ, বামন পদারবিন্দ,
করি তাঁর ভিক্ষা সঙ্কীর্ত্তন ॥

২

জগতের পতি হরি বলিরে ছলিতে।
নিজ মায়াবল ভবে প্রচার করিতে ॥
কশ্যপ মুনির ঘরে, বামন মুরতি ধরে,
ইচ্ছিলেন জনম লইতে ॥

৩

অতি দানে পাপে ভরা অবনী যখন।
বামনাবতার হরি হইলা তখন ॥
পৃথিবী কৃতার্থা হন, বিমানেতে দেবগণ,
করিলেন পুষ্প বরিষণ ॥

৪

সেই কালে দশদিশা প্রসন্ন হইল।
শীতল সুগন্ধ বায়ু বহিতে লাগিল ॥
বামন মূরতিধর, লাবণ্য কি মনোহর,
হেরি দেব স্তব আরম্ভিল ।॥

৫

হেরিব বামন রূপ সাধ ছিল মনে।
শরণ লইনু তাই প্রভুর চরণে ॥
ত্রিলোক দূষণহর, কৃপাবলোকন কর,
সুপ্রসন্ন হও দেবগণে ।॥

৬

প্রশান্ত তপস্বী জানি সংসার অসার।
শ্রীহরির প্রেমে তারা আছে অভিসার ॥
আমরা সে তত্ত্ব জানি, সেই তত্ত্ব সত্য মানি,
তব পদে করি নমস্কার ॥।

৭

বামন জন্মিল শুনি পুরবাসীগণ।
দেখিতে আসিল রূপ ভুবন মোহন ॥
কিবা সে বদন চাঁদ, অক্ষি ধরিবার ফাঁদ,
পড়ে যার না উঠে কখন ।॥

৮

বয়ঃ বৃদ্ধি সনে রূপ বাড়িতে লাগিল।
জনশ্রুতি বলে যশঃ জগত ব্যাপিল॥
জগজনে দেখে আসি, মুখে মৃদু মৃদু হাসি,
হেরি মনে বিস্ময় জন্মিল॥

৯

কি দিব তুলনা হেরি নখর শোভিত।
পরাজিত নিশানাথ হন কলঙ্কিত॥
গুণপণা বিধাতার, নয়নের শোভা তাঁর,
হেরি কেবা কমলে হেরিত॥

১০

উপনয়নের কাল উপস্থিত হয়।
ভাবিয়া কশ্যপ মনে ব্যস্ত অতিশয়॥
বিবিধ যতনে পরে, কিছু আয়োজন করে,
অন্য কারে কিছু নাহি কয়॥

১১

হেন কালে সমাধিতে জানি যোগবলে।
অমনি নারদ মনে রহস্য উথলে॥
মনে ভাবে যাই তবে, দেখিব কেমন হবে,
বামনোপনয়ন ভূতলে॥

১২

নারদ তপন তেজ তপবলে ধরে ।
পূর্ণ শশধর কান্তি সুহাস অধরে ।।
বীণাতে মিলায়ে তান, করি হরি গুণগান,
ভূতলাভিমুখে যাত্রা করে ।।।

১৩

স্বর্গ হ'তে নারদের হেরি আগমনে ।
ভূমণ্ডলবাসী ভাবে সে শোভা দর্শনে ।।
যেন খসি অংশুমালী, ভূতলাভিমুখে আসি,
এই ভাব সবাকার মনে ।।।

১৪

দেখিয়া নারদে দূরে কশ্যপের ত্রাস ।
বিভ্রাট ঘটায় পাছে জানে আশ পাশ ।।
সেই ভয়ে তপোধন, করিল যে আয়োজন,
ঢেকে রাখে না করে প্রকাশ ।।।

১৫

আশ্রম সন্নিধি যবে দেবর্ষি আসিল ।
সম্ভ্রমে কশ্যপ মুনি উঠে দাণ্ডাইল ।।
সাদরে আসন দিয়া, সম্ভাষণে বসাইয়া,
তপ বার্ত্তা জানিতে চাহিল ।।।

১৬

ত্রিকালজ্ঞ দেবঋষি কি না জানে বল।
বামন বৃত্তান্ত মনে জানিল সকল॥
কশ্যপে জিজ্ঞাসে পরে, বামন তোমার ঘরে,
পৈতা নাকি তার হবে কল্য॥

১৭

কি করে কশ্যপ তবে সত্য কথা কয়।
যে কথা বলিলে ঋষি কথা মিথ্যা নয়॥
তবে কি না আমি নিঃস্ব, আয়োজন কর দৃশ্য,
ক'রো কৃপা রটনা না হয়॥

১৮

কি আর বলিব ঋষি তোমার নিকটে।
পবিত্র নন্দন এক মোর ভাগ্যে ঘটে॥
কল্য বেদ দীক্ষা হবে, মন ছিল বলি সবে,
ধন নাই পড়েছি শঙ্কটে॥

১৯

বিনা আবাহনে হ'ল তব আগমন।
কৃপা করি কর পুত্রে আশীর্ব্বচন॥
কি ভাগ্য আমার হয়; জল চাই মেঘোদয়,
বিনাযত্নে সফল কমণ॥

২০

বামনের যজ্ঞসূত্র উপলক্ষ গণে।
উৎসব করিব ভারি সাধ ছিল মনে ॥
বলিতে নারিনু কারে, দুঃখ কে জানিতে পারে,
দূর হ'ল তব আগমনে ॥৷

২১

করি নিবেদন এক তোমার নিকটে।
উপনয়নের কথা কোথাও না বটে ॥
যজ্ঞ সূত্র উপলক্ষে, আয়োজন দেখ চক্ষে,
কিছু নাই বলি অকপটে ॥৷

২২

তুমিত জানহ আমি নিতান্ত নির্ধন।
কৃপা করি করো কা'ল শুভ আগমন ॥
পুত্রে করো আশীর্ব্বাদ, মন হবে অবিষাদ,
তুমি মোর আপনার জন ॥৷

২৩

তথাস্তু বলিয়া ঋষি হলেন বিদায়।
হরি স্মরি অবিলম্বে দেবলোকে যায় ॥
বামন দীক্ষার কথা, রটাইল যথা তথা,
দেবাসুরে যারে দেখা পায় ॥৷

২৪

এইরূপে নিমন্ত্রিয়া সবে ত্রিভুবনে।
বলে সবে যাবে কল্য কশ্যপ ভবনে॥
ভাবি মুক্তি অন্যথা, ত্রিলোক জননী যথা,
ঋষি চলিলেন এক মনে॥।

২৫

কৈলাসে নারদ আসি হন উপনীত।
শ্রীদুর্গা পদারবিন্দে হইয়া লুণ্ঠিত॥
নিজের ও কশ্যপের, ভাঙ্গিতে মনের ফের,
আরম্ভেন স্তব সুললিত॥।

২৬

জননী অনাদি তুমি শাস্ত্রে হেন কয়।
সৃষ্টির কারণ তুমি তাও মনে লয়॥
মন্ত্ররূপা জগদ্ধাত্রী, ভকত অভিষ্টদাত্রী,
করো যেন জনম না হয়॥।

২৭

হে বিপত্তারিণী তব চরণ কমল।
সংসার সাগর পারে এক মাত্র বল॥
বিধি বিষ্ণু পঞ্চানন, অর্চ্চে তব শ্রীচরণ,
সেই পদ আমার সম্বল॥।

২৮

জগত তোমাতে আছে তুমি তাতে নাই ।
দেখা যদি নাহি দেও শিবের দোহাই ।।
আমি দীন হীন পুত্র, কাট মোর কর্ম্ম সূত্র,
ভবঘোরে আর না বেড়াই ।।।

২৯

পরমাত্মা রূপ তব নাহি যার জ্ঞান ।
জগত প্রপঞ্চ মাত্র হয় তার ভান ।।
যে জন তোমারে জানে, প্রপঞ্চ নাহিক মানে,
নমি পদে রাখ মোর মান ।।।

৩০

শ্রুতি স্মৃতি শাস্ত্র যত করিয়া তদন্ত ।
কোথা আছে ব্রহ্ম তার নাহি পায় অন্ত ।।
শেষে তর্কে হারাইয়া, মহা বিশেষণ দিয়া,
প্রতিষ্ঠয়ে শকতি অনন্ত ।।।

৩১

অনাদ্যা ও আদ্যাশক্তি অন্তর্যামিনী ।
ব্রহ্ম সনাতনী শক্তি ত্রিলোকতারিণী ।।
স্তব করিলেন মুনি, সেই স্তব কর্ণে শুনি,
সুপ্রসন্না সুচারু হাসিনী ।।।

৩২

মা বলিয়া কাঁদে ছেলে জননীর কাছে।
সে মাতা ভাবয়ে তার হেতু কিছু আছে ॥
তাই সে বিশ্বজননী, নারদে কাতর গণি,
বলে বাছা কি তোর হয়্যাছে ॥।

৩৩

নারদ দেখিলা দেবী সন্তুষ্টা স্তবেতে।
শুনি স্নেহপূর্ণ বাণী তাহার মুখেতে ॥
পরমাপ্যায়িত হয়, মনে না সংশয় রয়,
আর্ত্তবার্ত্তা জানান পরেতে ॥।

৩৪

ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার গর্ভে আছয়ে নিহীত।
যা কিছু দেখিতে পাই তাহার সৃজিত ॥
হেন হরি সমুদ্ভবে, কশ্যপ দয়িতা গর্ভে,
তাহে তাঁরা পরম সম্প্রীত ।॥

৩৫

কল্য তাঁর হবে উপনয়ন সংস্কার।
কশ্যপ নিতান্ত নিঃস্ব কি বলিব আর ॥
কিন্তু আমি নিমন্ত্রণ, করিলাম সর্ব্বজন,
স্বর্গে মর্ত্ত্যে নিবাস যাহার ।॥

৩৬

নিমন্ত্রিত সুরগণ ব্রাহ্মণ সজ্জন।
উপনীত হইবেন কশ্যপ ভবন॥
কেমনে সামালি এবে, উপায় না পাই ভেবে,
চাই তব কটাক্ষ ক্ষেপণ॥।

৩৭

হে নিত্যে অন্নদে দেবী কর অবধান।
কশ্যপের অর্থাভাব তুমি কি না জান॥
আমি অতি অকিঞ্চন, শুন মোর নিবেদন,
চল তথা রাখ তার মান॥।

৩৮

সে প্রার্থনা অন্নপূর্ণা করিয়া শ্রবণ!
নারদে প্রসন্ন হয়ে বলেন বচন॥
সকলে তথায় যাবে, যাহা চাবে তাহা পাবে,
আমি যাব কশ্যপ ভবন॥।

৩৯

দেবীর আশ্বাস বাক্যে বিশ্বস্ত হৃদয়।
দেবঋষি নারদের ভাবনা না রয়॥
অন্নপূর্ণা পদে মন, কবি চিত্ত সমর্পণ,
মর্ত্ত্যে তবে গমন করয়॥।

৪০

প্রখর ভাস্কর প্রায় তেজঃপুঞ্জ যার।
শত্রু মিত্র যার নাই সংসার মাঝার ॥
হেন দেবঋষি পরে, আসিলে কশ্যপ ঘরে,
আরম্ভিল যজ্ঞ সংস্কার ॥

৪১

গন্ধর্ব্ব অসুর দেব রাজা বিপ্র যত।
কশ্যপ গৃহেতে হয় সবে সমাগত ॥
এ দিকে কশ্যপ ভাবে, কেমনে কুলান পাবে,
খাদ্য সবাকার মনোমত ॥

৪২

নারদ বসিয়া যেন কিছুই জানে না।
এ দিকে কশ্যপ দেখি চিন্তায় বাঁচে না ॥
মুনি ঋষি কাছে যায়, বলে কি ঘটিল দায়,
এত লোক, এতে তো আঁটে না ॥

৪৩

নারদ বলেন মুনি না করিহ ভয়।
যাঁহার ইচ্ছায় ভবে অঘট ঘটয় ॥
তাঁহার ইচ্ছায় পুনঃ, মিটে দায় বলি শুন,
ঘুচে গেলে দায় কোথা রয় ॥

৪৪

ঋষির আশ্বাস বাক্যে সুস্থ নহে মন ।
মুনি ভাবে কিসে করি সবে সন্তোষণ ॥
উদ্বেগ সাগরে মগ্ন, দেখিয়া কপাল ভগ্ন,
আরম্ভিলা অন্নদা স্তবন ॥।

৪৫

দুর্গতি নাশিনী দুর্গে দয়ার আধার ।
আমি দীন ভৃত্য তব রাখ এই বার ।
গৃহেতে আগত যেহ, ক্ষুধার্ত্ত না ফেরে কেহ,
এই দায়ে কর মা উদ্ধার ॥।

৪৬

দেব বৃন্দ করে যাঁর চরণে বন্দন ।
যাঁর কৃপাবলে হয় বিপদ ভঞ্জন ॥
হেন অন্নপূর্ণা শক্তি, হেরিয়া মুনির ভক্তি,
উরিলেন কশ্যপ ভবন ॥।

৪৭

যাঁর দেহ প্রভা হয় বালার্ক সমান ।
নখরে শোভিত কিবা চন্দ্র মূর্ত্তিমান ॥
কৃপাময়ী কাশীশ্বরী, থালী দর্ব্বি হাতে ধরি,
ভর করিলেন যজ্ঞ স্থান ॥।

৪৮

দশ দিশা আলো করে লাবণ্যে যাঁহার।
ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি আসে দর্শনে তাঁহার॥
অন্নপূর্ণা আসিলেন, যে যা চান তাই দেন,
তোষি সবে যান আরবার॥।

৪৯

অনন্তর এক দিন বামন মুরতি।
দর্শনে বলির যজ্ঞ করিবেন গতি॥
জনক জননী আগে, বিনয়ে বিদায় মাগে,
যজ্ঞে যেতে কর অনুমতি॥।

৫০

ধন লোভে যারা পথে করিছে গমন।
বিরোচন পুত্র বলি রাজার ভবন॥
বামন মুরতি দেখি, বলে চমৎকার একি,
রূপ হেরি হ'ল সম্মোহন॥।

৫১

পরস্পরে মনে মনে করে আঁচা আঁচি।
আহা কিবা রূপ মরি, না গেলেই বাঁচি॥
যদি বামনাবতার, দেখা দেন রাজদ্বার,
রাজা তারে লইবেন বাছি॥।

৫২

এ উহারে বলে চল মোরা যাই আগে।
যদি রাজা দেখে আগে এই মহাভাগে॥
আর কারে না ডাকিবে, সর্ব্বস্ব ইহারে দিবে,
যদি কিছু এ বামন মাগে॥।

৫৩

শ্রীহরি বামন রূপ ধরি ধরাতলে।
পথি মধ্যে ক্রমে ক্রমে ক্রুতগতি চলে॥
ধরিত্রী লোকের ধাত্রী, সবার অভিষ্ট দাত্রী,
কৃতার্থ মানিয়া তাঁরে বলে॥।

৫৪

হয় বয় লয় বাক্যে শুন ভগবন।
প্রলয়ে বরাহ মোরে উদ্ধার যখন॥
তখন না মিটে দুঃখ, তব পাদ স্পর্শে সুখ,
উপজিল হৃদয়ে এখন॥।

৫৫

অনন্ত রূপিন্ প্রভু জগত আধার।
সহস্র মস্তকে হরি বহ মোর ভার॥
তাহে ভার বিমোচন, নাহি হয় সঙ্কর্ষণ,
পাদ স্পর্শে যেমন তোমার॥।

৫৬

কশ্যপ তনয় পরে যেতে পথ ভ্রমে।
নদী তটে উপস্থিত হন ক্রমে ক্রমে॥
আতর বিরহে ভয়, মনেতে উদয় হয়,
নাবিকেরে ডাকেন সম্ভ্রমে॥।

৫৭

শুনরে নাবিক আমি নির্ধন নির্গুণ।
না পারি পারানি দিতে কি বলিব পুন॥
আগে পার কর মোরে, আশীর্ব্বাদ দিব তোরে,
নাবিকতা কাজে হবে ঘুন॥।

৫৮

বামন কাতর দাণ্ডাইয়া নদী তটে।
এ দিকে নাবিক হৃদে দিব্যভাব ঘটে॥
পারানি নাহিক চায়, দেখি অবতার কায়,
নিবেদয়ে তাঁহার নিকটে॥।

৫৯

তোমার বামন মূর্ত্তি হেরিয়া নয়নে।
অর্থের লালসা আর নাহি মোর মনে॥
শুন হে পুরুষোত্তম, এই নিবেদন মম,
ছেদ মোর সংসার বন্ধনে॥।

৬০

তাই হবে, বলি করি পদ প্রক্ষালন ।
বামনাবতার করে নৌকা আরোহণ ॥
কিবা ভাগ্য নাবিকের, ঘুচিল মনের ফের,
চরিতার্থ হইল জীবন ॥।

৬১

ভবের নাবিকে যত্নে নৌকাপরে নিলা ।
নাবিক কৃতার্থ মানি পার করি দিলা ॥
নদীপারে গিয়া হরি, নাবিকে সংসারে তরি,
বলি রাজ ভবনে চলিলা ॥

৬২

সবার আগেতে দেখ বামন তৎপর ।
বলি রাজ যজ্ঞ স্থানে হন অগ্রসর ॥
সমাগত বিপ্র মাঝে, বামন মুরতি সাজে,
তারা মাঝে যেন শশধর ।॥

৬৩

বলির সংকল্প মনে হবে স্বর্গ কামী ।
এই যজ্ঞে যে যা চাবে তাই দিব আমি ।
কে যেন বাঁধিবা তারে, রাখিয়াছে এ সংসারে,
তাই মুক্তি চান যজ্ঞস্বামী ॥

৬৪

বামন বিরাট হরি যজ্ঞে উপনীত।
এই ভাব বলি হৃদে নহিল উদিত॥
কিন্তু বিপ্র মনোহর, হইলেন যজ্ঞেশ্বর
হেরি রাজা হয়েন সম্প্রীত॥।

৬৫

কি দিয়া তোষিব বিপ্রে করিয়া মনন।
কুশোর্ম্মিকা হস্তে রাজা করেন ধারণ॥
যজ্ঞ স্থানে কুশাসনে, সুবেষ্টিত দ্বিজগণে,
দানে প্রবর্ত্তিত দাতা হন।॥

৬৬

যাঁর যে বিভূতি যোগে হয় সমাগম।
শ্রুতি আগে যান যজ্ঞে ব্রাহ্মণ সত্তম॥
বামনের অধিষ্ঠানে, যত দেব সেই স্থানে,
যায় তাহে শোভা অনুপম॥।

৬৭

দেবতা, রাজর্ষি, দৈত্য, কিন্নর, পণ্ডিত।
মহর্ষি, গন্ধর্ব্বগণে যজ্ঞ সুমণ্ডিত॥
যজ্ঞের কি শোভা মরি, কেমনে বর্ণনা করি,
সে শোভায় ত্রিলোক মোহিত॥

৬৮

নৈয়ায়িক কোন স্থানে সাংখ্যদর্শিগণ।
জ্যোতির্ব্বিৎ কোন স্থানে তন্ত্রপরায়ণ॥
নিয়া বেদ তন্ত্রসার, করিতেছে সুবিচার,
কত মতে শাস্ত্র আলাপন॥

৬৯

যজ্ঞ সাজে বলি রাজা বসিয়া আসনে।
হয়েন নিবিষ্ট চিত্ত মঙ্গল সাধনে॥
ধনাকাঙ্ক্ষী লোক যত, আসিতেছে অবিরত,
তা সবারে তোষিলেন ধনে॥

৭০

দেব বিপ্র অসুরাদি যাহারা আছিল।
সবারে তোষেণ বলি যে যাহা যাচিল॥
হেন কালে সে বামন, দিলা আসি দরশন,
রূপ হেরি রাজা চমকিল॥

৭১

রাজার মনের ভাব কি বর্ণিব আর।
রূপ হেরি রাজা মনে করেন বিচার॥
বোধ করি ভগবান, যজ্ঞে হন অধিষ্ঠান,
করিবারে আমারে নিস্তার॥

৭২

পরেতে ডাকিয়া রাজা বামনাবতারে।
সবিনতি নিবেদন করিলেন তাঁরে॥
হেরিয়া এ রূপ তব, মনে হয় অনুভব,
আর কেহ নাহিক সংসারে॥

৭৩

আমি অতি অকিঞ্চন অহে দয়াময়।
কৃপা করি মম যজ্ঞে হয়েছ উদয়॥
প্রণমি তোমার পায়, কর প্রভু লঘুপায়,
চাহ গুরো যেবা মনে লয়॥

৭৪

বামন এতেক কাল ছিলেন নীরব।
এক্ষণে বলেন শুনি রাজার সে স্তব॥
মহারাজ অবধান, তিন পাদ ভূমি দান,
কর তবে পূরে বাঞ্ছা সব॥

৭৫

প্রার্থনা ত্রিপাদ ভূমি করেন বামন।
তাহার নিগূঢ় তত্ত্ব না বুঝি রাজন॥
উৎকণ্ঠিত হয়ে মনে, ডাকি সব মন্ত্রিগণে,
জিজ্ঞাসয়ে তাহার কারণ॥

৭৬

বিমূঢ় পরমতত্ত্ব সভাসদগণ।
প্রভুর সমান অজ্ঞ না বুঝে কারণ॥
কেন বা বামনকায়, তিন পাদ ভূমি চায়,
থাকিতে রাজার এত ধন।।।

৭৭

রাজা কন কৌতুহলে বচন চতুর।
তিন পাদ ভূমি চাও কেন গো ঠাকুর॥
ইথে কি বা পাবে তুমি, মাগো না অধিক ভূমি,
আছে রাজ্য ঐশ্বর্য্য প্রচুর।।।

৭৮

কিন্তু শুক্রাচার্য্য রাজগুরু পুরোহিত।
বুঝিয়া ভিক্ষার মর্ম্ম বলেন বিহিত॥
জান, রাজা সাবধানে, রত হও ভূমি দানে,
নহে তাঁর পাদ অকিঞ্চিত।।।

৭৯

বামনে প্রার্থিত ভূমি নাহি কর দান।
অদ্ভুত বচনে কোন ক্ষমা কর ভান॥
বুঝ কি আঁটি এই বেলা, নাহি কর অবহেলা,
না মানিলে হারাইবে মান।।।

৮০

পুরোহিত বাক্য রাজা করিল শ্রবণ।
বলে শুন গুরো মম প্রতিজ্ঞা বচন॥
একবার যা বলিব, অন্যথা তা না করিব,
নয়, যবা করিব অর্পণ॥

৮১

বামন ভিক্ষার তত্ত্ব শুক্রাচার্য্য জানে।
সে দানে নিষেধ বাক্য রাজা নাহি মানে॥
জল লয় নিজ করে, সে দানে সংকল্প করে,
কোন বাধা না শুনিয়া কাণে॥

৮২

কি করেন পুরোহিত শিষ্য হিতকারী।
দেখে রাজা রত দানে হাতে নিয়া বারি॥
ব্যাকুল হৃদয় হয়, বলে রাজা মহাশয়,
দানে পুনঃ তোমায়ে নিবারি॥

৮৩

যদি রাজ্যভোগে তব অভিলাষ থাকে।
দিও না ত্রিপাদ ভূমি পড়িবে বিপাকে॥
বল গিয়া প্রভু ঠাঁই, অঙ্গীকার করি নাই,
দিতে ভূমি ত্রিপাদ তোমাকে॥

৮৪

গো, সাধু বাঁচয়ে যদি বিবাহ না চটে ।
পত্নী আলাপনে আর বৃত্তি নাশ ঘটে ॥
মিথ্যা কথা এই স্থলে, জানি যদি কেহ বলে,
শাস্ত্রে তার দোষ নাহি রটে ॥।

৮৫

বামন মূর্ত্তিধর বালক ত নয় ।
পুরাণ পুরুষ ইথে বিশ্ব উপচয় ।
সাধিতে দুর্গতি ভব, বামনের সম্ভব,
খর্ব্বাকার বিরাট নিশ্চয় ॥।

৮৬

বালক বিক্রম বড় নাহিক ইয়ত্তা ।
বিরাট মুরতি তাঁর জানিবে সর্ব্বথা ॥
এক পদে ধরা নিবে, না হয়, অন্যে স্বর্গ দিবে,
কি বলিবে তৃতীয়ের কথা ॥।

৮৭

যে কথা বলিলে ভয়ে সব সুজ্ঞ হয় ।
স্থল বিশেষেতে লোকে মিথ্যা কথা কন ॥
এ বাক্যে না মজে মন, করিয়াছি প্রাণপণ,
অঙ্গীকার যাতে সিদ্ধ হয় ।॥

৮৮

যদি ভাগ্যদোষে মম প্রতিজ্ঞা না রয়।
বামন কি তাতে মোরে হবেন নির্দ্দয় ॥
ক্ষান্ত নাহি হন তবে, দান জন্য পুণ্য হবে
কীর্ত্তি তাহে রহিবে নিশ্চয় ।॥

৮৯

দৈত্যগুরু শুক্রে বলি করি সম্ভাষণ।
ভাবেন কেমনে তুষ্ট হবেন বামন ॥
হৃষ্টচিত্তে অতঃপর, ভূমি দানে তৎপর,
হইলেন দৈত্যের রাজন ॥।

৯০

বাড়াতে লাগিল দেহ কশ্যপ কুমার।
ক্রমে ক্রমে হইলেন বিরাট আকার ॥
প্রকাণ্ড বিরাট কায়, ভূরভু ব স্বর্গে যায়,
হেরে ঘুচে মনের আঁধার ।॥

৯১

কিমাশ্চর্য্য মূর্ত্তি ত্রিবিক্রম ভগবান্ ॥।
এক পদে ধরা ব্যাপি অন্যে স্বর্গে যান ॥
নভোদেশ দেহ খানি, হুঙ্কারে ছাড়িয়া বাণী,
বলে বলি পূর্ণ কর দান ।॥

১২

তিন পাদ ভূমি দিবে প্রতিজ্ঞা তোমার।
দুই পদে স্বর্গ মর্ত্ত্য হয়েছে আমার॥
না ভীতে তৃতীয় পদ, কোথা তব সে সম্পদ;
কোন স্থান হইবে ইহার॥।

১৩

বামন ত্রিলোকীনাথ বিরাট হইল।
সুর নরলোক দুই পদেতে লইল॥
যত অসুরারি দেখি, বলে দেখ হল এ কি,
পরে যুক্তি আঁটিতে লাগিল।॥

১৪

বামন ব্রাহ্মণ এত কভু নাহি হয়।
বিষ্ণু অবতার ইনি বুঝিনু নিশ্চয়।॥
বলিরে ছলিতে হরি, মুনি পুত্র রূপ ধরি,
আসি মর্ত্ত্যে হলেন উদয়।॥

১৫

দেবাসুরে বৈরভাব পরস্পরে জাগে।
দেবপক্ষ বামনেরে বধ করি আগে॥
তবে হও যত্নবান, বাঁচহ রাজার মান,
সর্ব্বাপেক্ষা এই যুক্তি লাগে।॥

২৬

পরামর্শ করি যত দানব আছিল।
বামনে বধিব বলি নিশ্চয় করিল॥
মার মার রবে সদা, কৃপাণ অঙ্কুশ গদা,
অস্ত্র ধরি রণেতে চলিল॥।

২৭

বলি পক্ষ আক্রমণ করিল বামনে।
বামনের পারিষদ বাধা দিল রণে॥
নন্দ ও সুনন্দ পরে, দানবে প্রহার করে,
ঝড়ে যেন ছিন্ন করে বনে॥।

২৮

অনন্ত রূপেতে যিনি আসেন ধরায়।
যাঁহার প্রসাদে ঘুচে ভব ভয় দায়॥
কিমাশ্চর্য্য তাঁর মায়া, হেরিয়া বামন কায়া,
বলি বিশ্ব দেখেন তাঁহায়॥।

২৯

পদতলে রসাতল অতীব সুন্দর।
পদদ্বয়ে দেখিলেন আছে চরাচর॥
হেন বুঝা নাহি আর, তৃতীয় চরণ তাঁর,
যেন শোভে মস্তক উপর॥।

১০০

দৈত্যেরা দেবতা হতে পাইয়া তাড়না।
রণে ক্ষান্ত নহে, বাণ করিল যোজনা॥
বলি বিশ্বদরশনে, নিবারিয়া দৈত্যগণে
এই মতে করেন শান্তনা॥

১০১

ক্ষান্ত হও দৈত্যগণ বলি সবে কয়,
অখিল ব্রহ্মাণ্ডনাথ আমার আলয়
যত কর পরাক্রম, সকলি মনের ভ্রম
হরি হন অমর অজয়॥

১০২

সত্ত্ব রজ তম গুণ জগত কারণ।
বিধি বিষ্ণু শিব রূপ করিয়া ধারণ॥
দৈত্যের দমন তরে, ত্রিপাদ মূরতি ধরে,
সর্ব্বময় সেই নারায়ণ॥।

১০৩

গরুড় আসিয়া বলে শুন দৈত্যবর।
প্রতিশ্রুত দান তব শীঘ্র পূর্ণ কর॥
এ কথা বলিয়া করে, সুদৃঢ় বন্ধন করে॥
সে বন্ধন ভবভয় হর॥।

১০৪

শঙ্কটে পড়িয়া যবে ভাবে নৃপমণি।
হেনকালে উদিলেন ভক্ত চূড়ামণি॥
প্রহ্লাদ তাঁহার নাম ত্যজিলেন নিত্য ধাম
যোগে পৌত্র দায় মনে গণি॥।

১০৫

পিতামহ ভাব মনে হইলে উদয়।
দেখিয়া তাঁহারে বলি আকুল হৃদয়॥
স্মরিয়া তাঁহার গুণ, প্রণাম করিয়া পুনঃ
লজ্জা বোধে অধোমুখে রয়॥।

১০৬

গরুড় বন্ধনে পৌত্রে পীড়িত দেখিল।
অমনি প্রহ্লাদমনে করুণা উদিল॥
বামনে হেরিয়া পরে, সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে,
ভক্ত তবে স্তব আরম্ভিল॥।

১০৭

ভক্তিভাবে যেবা পূজে প্রভুর চরণ।
অক্লেশে ঘুচাও তার এ ভববন্ধন॥
সর্ব্বস্ব হরিলে যার, কেন এ দুর্গতি তার,
পীড়া দেয় তোমার বাহন॥

১০৮

পৌত্রের হিতার্থে ভক্ত স্তব আরম্ভিল।
শুনিয়া প্রভুর মনে দয়া উপজিল॥
ভকত বৎসল হরি, ভকতের ধন্দ হরি,
স্নেহ বাক্য প্রহ্লাদে বলিল॥

১০৯

সাধুবাদ দেই তোরে শুন যাদুধন।
পৌত্রের বন্ধনে কেন করিছ ক্রন্দন॥
ভব ব্যাধি হরিবারে, ঔষধ দিলাম তারে,
সুখসেব্য ঔষধ কখন? ॥

১১০

তুমি উপযুক্ত পাত্র পরম বিজ্ঞানী।
গূঢ়ার্থ বুঝিবে, নাহি হবে অভিমানী॥
বন্ধনের ভাব গ্রহ, জানিবে এ অনুগ্রহ,
মনে নাহি ভাব কোন গ্লানি॥

১১১

হেনকালে বৃন্দাবতী স্বামী পাশে আসে।
হিত বাক্য সহকারে স্বামীরে সম্ভাষে।
বাঁচ যদি এ বিপদে, লোটাও তৃতীয় পদে,
ভক্তিভাবে কাটি মায়া পাশে॥

১১২

স্বর্গ মর্ত্ত্য অধিকার দিয়া পদ দ্বয়ে।

পড়িব তৃতীয় পদে ভাবিয়া হৃদয়ে ॥

বলি হয়ে অতি ধীর, সুকতি করিয়া স্থির,

নিবেদন কৈলা সবিনয়ে ॥

১১৩

যা ছিল আমার, দুই পদে দান করি।

কি দিব তৃতীয় পদে ভাবনায় মরি ॥

আমি কি আমার নয়, তাই লহ দয়াময়,

অই পদ দেহ মাথে ধরি ॥

১১৪

প্রকৃত সর্ব্বজ্ঞ হন্ত বলি দৈত্যপতি।

পাইতে উত্তম পদ করিলা সুমতি ॥

অকপটে শ্রীচরণে, দিয়া কায় বাক্য মনে,

চরমেতে পাইলা সুগতি ॥

১১৫

বলির মস্তক হেরি বামন চরণে।

দানব গন্ধর্ব্ব দেব সবে তুষ্ট মনে ॥

বলে ধন্য দৈত্যরাজ, করিলা যেমন কাজ,

নাহি বুঝি হেন ত্রিভুবনে ॥

১১৬

দয়াল বামন হরি বলিরে ছলিয়া।
পাতালে তাহার তরে গৃহ নিরমিয়া ॥
তারে দেন শ্রীচরণ, দ্বারে গিয়া দ্বারী হন,
পরে তত্ত্ব শুন মন দিয়া ॥

১১৭

ব্রাহ্মণেরা ভিক্ষা বৃত্তি আশ্রয় করিবে।
ক্ষত্রিয় সাত্বিক দানে প্রবৃত্ত হইবে ॥
এই দুই তত্ত্বসার, গ্রন্থ পাঠ হবে যার,
আমূলত বুঝিয়া লইবে ।।

১১৮

গাইব হরির গুণ মনে হয় সাধ।
সেই গুণ সিন্ধু সম অপার অগাধ।
তাই দশ অবতারে, বিরচির বারে বারে,
ইথে নাহি লবে অপরাধ ॥।

১১৯

বামন বামন ভিক্ষা করিয়া ছলনা।
দাতাগণ সন্নিধানে করিছে যাচনা ॥
শুই দানে তুষ্টমন, হইবেন এ বামন,
নাহি আর অপর কামনা ॥।

সম্পূর্ণ।

উৎসর্গ।

সোদর প্রতিম

শ্রীমান ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

ভ্রাতঃ!

তোমার

সুমনোপম

কর যুগলে,

এই "কামন ভিক্ষা"

কবিতাবলী সস্নেহে।

সমর্পিত হইল ইতি।

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীগিরিশচন্দ্র দেবশর্ম্মা।